لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ৫ই অক্টোবর, ১৯৬২ সন ১১শ সংখ্যা

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আকসা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশন ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	কোরআন করীম অনুবাদ	..	১
২।	হাদিস ..	..	৪
৩।	নবী ও জোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রভেদ	..	৬
৪।	বাঁকা মন, ফাঁকা আওয়ায ...	...	১০

বাহির হইতেছে

হায়াতে তাইয়েবা

বা

হযরত মসিহ্ মাওউদ্ আলাইহেস সালামের বিরাট জীবন চরিত। ডিমাই ১/৮ পৃষ্ঠায় শীঘ্রই বাহির হইবে। মূল্য ৮৲ টাকা। অতি সত্বর অর্ডার দিন।

সম্পাদক
পুস্তক বিভাগ
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ১৬শ বর্ষ ঃঃ ১৫ই অক্টোবর ঃ ১৯৬২ সন ঃঃ ১১শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

সুরাহ্‌ বকরাহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম রুকু; দুই আয়াত; ৬০—৬১

৬১। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন মুছা তাহার জাতির জন্য (খোদার নিকট) জল প্রর্থনা করিয়াছিল। তখন আমি বলিয়াছিলাম ঃ "তুমি (অমুক) পাথরের উপর তোমার লাঠির দ্বারা আঘাত কর।" ইহার ফলে উহা হইতে বারটি ঝরণা প্রবাহিত হইয়া পড়িল। প্রত্যেক দল তাহাদের (নিজ নিজ) ঘাট পরিচয় করিয়া নিল। (তখন তাহাদিগকে বলা হইয়া ছিল) তোমরা আল্লার দান হইতে আহার কর এবং পান কর এবং (জানিয়া বুঝিয়া) পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে

থাকিও না।"

৬১। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তোমারা বলিয়াছিলে: "হে, মূছা আমরা এক প্রকার খাদ্যের উপর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না। অতএব তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমি জাত দ্রব্য, যথা—শাক, কাঁকুড় গম, মসুর ও পিয়াজ উপৎপন্ন করিয়া দেন। মুছা বলিল: "তোমরা কি উত্তম জিনিষের পরিবর্তে অধম জিনিষকে গ্রহণ করিতে চাও? (তবে) তোমরা যাহা চাহিয়াছ নিশ্চয় তাহা পাইবে।" এবং (ইহার পর হইতে) অপমান ও দারিদ্র্যকে তাহাদের উপর স্থায়ী করিয়া দেওয়া হইল। উহার কারণ এই যে তাহারা আল্লার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করিত ও নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যা করার চেষ্টা করিত। এবং উহা এই জন্য হইয়াছিল যে তাহারা (আল্লার হুকুমগুলি) অমান্য করিত এবং সীমা লঙ্ঘন করিত।

অষ্টম রুকু; ১০ আয়াত;

৬২—৭২

৬৩। নিশ্চয় মুছলমান, য়্যাহুদী, খৃষ্টান ও ছাবীগণের মধ্য হইতে যাহারা আল্লার ও পরকালের উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম সমপন্ন করিয়াছে, অবশ্যই তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট উপযুক্ত পারিতোষিক রহিয়াছে। তাহাদের (ভবিষ্যতের) কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা (অতীতের) কোন চিন্তাও করিবে না।

৬৪। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদের নিকট হইতে কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলাম, যে অবস্থাতে (সিনাই) পর্বত তোমাদের অবস্থান স্থল হইতে উপরের দিকে দণ্ডায়মান ছিল। (বালয়াছিলাম): "তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং উহার মধ্যে যাহা (উপদেশ) আছে তাহা স্মরণ রাখ, নিশ্চয় তোমারা সর্ববিধ অমঙ্গল হইতে বাঁচিতে পারিবে"

৬৫। অতঃপর তোমারা (প্রকাশ্য হেদায়ত প্রাপ্তির) পরও উহা হইতে বিমুখ হইয়া গেলে। যদি তোমাদের উপর আল্লা অনুগ্রহ ও করুণা না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

৬৬। তোমাদের মধ্যে হইতে যাহারা 'ছাবাত' সম্বন্ধে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল (তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল) নিশ্চয় তোমরা তাহা অবগত আছ। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম: "তোমরা ঘৃন্য বিদূরিত বিড়ম্বিত (স্বকীয়তাহীন) বানরের জাতি হইয়া যাও।"

৬৭। এবং এই (ঘটনাকে) উপস্থিত জনগণ ও পরিবর্তীদের জন্য শিক্ষার উপকরণ ও সাধুগণের জন্য উপদেশর উপাদানরূপে পরিণত করিয়া দিলাম।

৬৮। এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন মূছা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল "আল্লাহ্ তোমদিগকে একটি গরু কুরবানী করিতে আদেশ দিতেছেন।" তাহারা : "বলিল তুমি কি আমাদিগকে উপহাসের পাত্র মনে করিলে?" (মূছা) বলিল : "আমি (এমন কথা হইতে) আল্লার আশ্রয় চাহিতেছি যে (উপহাস করিয়া যেন) মূর্খগণের অন্তর্ভুক্ত নই।"

৬৯। তাহারা বলিল : (হে মূছা) "তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য প্রর্থনা কর তিনি যেন আমাদিগকে গরুটার অবস্থা খুলিয়া বলেন। মূছা বলিল : আল্লাহ বলিতেছেন গরুটী বৃদ্ধও নয় বাছুরও নয়, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত। অতএব, তোমাদিগকে যাহা আদেশ করা যাইতেছে তাহা সম্পন্ন কর।"

৭০। তাহারা বলিল : "আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট (আবার) দোয়া কর, তিনি যেন আমাদিগকে গরুটার বর্ণ কিরূপ হইবে তাহা বলিয়া দেন। মূছা বলিল : "আল্লাহ বলিতেছেন সে গরুটা হইবে পীত বর্ণ তাহার গাঢ় (যাফরানী) রঙ দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিবে।"

৭১। তাহারা বলিল : আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট (পুনরায়) প্রার্থনা কর, তিনি যেন গরুটীর পূর্ণ অবস্থা বিশদভাবে আমাদিগকে বলিয়া দেন। কারণ বর্ণিত গরু (গুলি) আমাদের চক্ষে একাকার বলিয়া মনে হইতেছে; এবং আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয় আমরা তাঁহার হেদয়েত গ্রহণ করিব।"

৭২। মূছা বলিলেন তিনি বলিতেছেন : "উহা এমন একটি গরু যাহা ভূমি কর্ষণ কার্য অথবা ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া কৃশাঙ্গ হয় নাই, উহা পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত।" তাহারা বলিল : "এখন তুমি সঠিক কথা বলিয়াছ।" সুতরাং তাহারা উহাকে কুরবানী করিল, যদিও তাহারা কুরবানী করিতে উদ্যত ছিল না।

———

দৈনিক 'আল-ফযল', 'আল-ফুরকান' 'মিসবাহ্,' 'খালেদ,' এবং 'তশ্হীযুল্-আযহান্ আন-সারুল্লাহ্'—রাবওয়ার এই মাসিক পত্রগুলি উর্দু পাঠকদের পরম আনন্দের সামগ্রী।

হাদিস

মুকাররাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব
(মুরব্বী সেলসেলা আহ্‌মদীয়া)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

و عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی علیه و سلم لا تقوم الساعة حتی یکثر المال و یقبض حتی یخرج الرجل زکواة ماله فلا یجد احد یقبلها منه و حتی تعود ارض العرب مروجا و انهارا - رواه مسلم وفی روایة له قال تبلغ المساکن اهاب او یهاب -

আবুহুরায়রা বলিতেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলিয়াছেন: "প্রলয় কাল আসিবে না। এমন কি অর্থের প্রাচুর্য হইবে; এবং উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এমন কি, এক ব্যক্তি তাহার মালের যকাৎ বাহির করিবে, কিন্তু উহা গ্রহণ করিবার জন্য কাহাকেও পাইবে না। এমন কি, আরব ভূমি উদ্যানে এবং নদীতে পরিণত হইবে। ইহা মুসলিম শরীফের বর্ণনা। অপর বর্ণনায় আছে, "এহাব পর্যন্ত বসতি হইবে।"

উক্ত হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। হযরত উসমান (রাঃ) আনহুর খেলাফত কালে মুসলমানগণের অর্থের প্রাচুর্য হইয়াছিল। তৎকালে জগতের অর্থ গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইত না। তৎপরবর্ত্তী যুগে খলিফা হারুনর রশীদের যুবায়দা নহর নমাক খাল খনন করা হইয়াছে। আরাব দেশ উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব হইতে আবাদী বৃদ্ধি পাইয়াছে। তারপরই মুসলমান জাতির ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের প্রলয় কাল আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর হইতেই বড় বড় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হইয়াছে।

و عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یکون فی اخر الزمان خلیفة یقسم المال و لا یعده و فی روایة قال یکون فی اخر امتی خلیفة یحثی المال حثیا و لا یعده عدا رواه مسلم -

হযরত জাবের হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলিয়াছেন: "শেষ সময় এক জন খলিফা হইবেন, তিনি অর্থ বণ্টন করিবেন এবং উহা

গণনা করিবেন না।" অপর রেওয়ায়েতে আছে ঃ "আখেরী উম্মতের মধ্যে একজন খলিফা হইবেন। তিনি আঁজল ভরিয়া অর্থ বিতরণ করিবেন এবং তাহা গণনা করিবেন না।" (মুসলিম শরীফ)

পূর্বেকার হাদিস বিশারদগণ বলিয়াছেন যে উক্ত হাদিসে বর্ণিত অর্থ বিতরণকারী খলিফা হইতেছেন হযরত উমর বা হযরত উমর-বিন-আবদুল-আযিয, কিংবা তিনি ইমাম মাহদী হইবেন। একথা সত্য, হযরত উমরের (রাঃ) সময় ইরাণ বিজিত হইয়াছিল। ইরাণের বিজিত ধন রত্ন তিনি মুসলমানগণের মধ্যে বহুল পরিমাণে বন্টন করিয়াছিলেন ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি শেষ যুগের খলিফা নহেন। তিনি যে ইসলামের প্রথম যুগের খলিফা। কাজেই এই হাদিসে বর্ণিত খলিফা তিনি নহেন, হযরত উমর-বিন-আবদুল-আযিযও (রাঃ) নহেন। কেননা তিনিও প্রথম যুগের খলিফা। ইহা ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কেই সমধিক সত্য হইতে পারে। কিন্তু তিনিই যে এই হাদিসে বর্ণিত খলিফা নিশ্চিতরূপে তাহাও বলা যাইতে পারে না। কেননা "শেষ যুগে একজন খলিফা হইবেন" বাক্য দ্বারা ইমাম মাহ্দীকেও বুঝাইতে পারে, বা পরবর্তী অন্য কোন খলিফাকেও বুঝাইতে পারে। হাঁ, অন্যান্য হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী 'মসিহ্' নামে অভিহিত হইবেন এবং তিনি যে ধন রত্নের দিকে জনগণকে আহবান জানাইবেন তাহা কেহই সম্যক গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা প্রতীত হয়, যে ধন লোকে গ্রহণ করে, উহা নিছক পর্থিব ধন ছাড়া আর কিছুই নহে এবং মাহ্দী মসিহে মাওউদ যে অর্থ বিতরণ করিবেন সে অর্থ পার্থিব অর্থ নহে। সেজন্যই উহা সম্যক কেহই গ্রহণ করিতে পারিবে না। নিছক পার্থিব অর্থ সকলেই গ্রহণ করিতে পারে।

সুতরাং এই হাদিসে যে খলিফার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আখেরী যামানার কোন এক জন খলিফা—যাঁহার যুগে মুসলমানগণের বিজয় আসিবে এবং বহু ধন রত্ন মুসলমানদের ধনাগারে একত্রিত হইবে। তখন তিনি জনগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন। হযরত মসিহে মাওউদ (রাঃ) এর রচিত 'আল্ আসিয়ত' পুস্তিকায় ইহার সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী ও জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রভেদ

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (আইয়াদাহুল্লাহু তা'লা)

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেনঃ নবীগণও ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং জ্যোতিষীরাও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকেন। তবে নবী ও জ্যোতিষীর মধ্যে প্রভেদ কি? আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন সময় জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়। সেই প্রকার নবীগণেরও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়। অতএব, আমরা একজন জ্যোতিষী এবং এক জন নবীর মধ্যে কিরূপে পার্থক্য করিতে পারি? আমরা কিরূপে জানিব যে, এক জন জ্যোতিষীই দাঁড়াইয়া নবী হওয়ার দাবী করে নাই? প্রভেদ কি? এক জন পরিচয় প্রার্থী পরিচয় পাইবে কিরূপে?

ইহার বহু উত্তর আছে, এবং অনেক উপায়ও আছে, যদ্বারা জ্যোতিষী ও নবীর মধ্যে প্রভেদ আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্যের ন্যায় হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু আমি এখানে কোন দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া পছন্দ করি না। একটি ছোট্ট প্রভেদের কথা বলিব, যাদ্বারা এই উভয় সম্প্রদায়ের পার্থক্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইন্‌শা আল্লাহু তা'লা।

সুরাহ্ নহল, ষষ্ঠ রুকুতে আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ

و الذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة و لاجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون - الذين صبروا و على ربهم يتوكلون - و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - بالبينات و الزبر - و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون - افامن الذين مكروا السيات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون - او ياخذهم فى تقلبهم فما هم بمعجزين - او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف رحيم -

এখানে খোদা-তা'লা নবী সম্বন্ধে তিনটি বিষয় বলিয়াছেন। প্রথম, তাঁহার অনুবর্তিগণ সম্বন্ধে। দ্বিতীয়, স্বয়ং তাঁহার নবুওতের অবস্থা সম্বন্ধে। তৃতীয়, তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের পরিণাম সম্বন্ধে। তিনি বলেনঃ "যাহারা নবীগণের উপর ইমান আনে এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী হওয়ার অপরাধে সাজা স্বরূপ যাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়, যাহারা বিপদগ্রস্ত হইয়া এবং নানাভাবে দুঃখ কষ্ট ভোগ

করিয়াও যখন খোদা-তা'লাকে ত্যাগ করে না এবং ধৈর্য ধারণ করে, তাহাদিগকে বহু উন্নতি দান করিব এবং তাহারা বিজয়ী হইবে।" শত্রুগণ তাহাদের যে ভাবেই বিরুদ্ধাচারণ করুক না কোন, লাঞ্ছিত হইবে। যদি তরবারী দ্বারা বিরুদ্ধচণ করে, তবে ঐ প্রকারেই তাহারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হইবে। যদি কলম নিয়া মুকাবিলা করে, তবে মুমেনগণকে সেই প্রকারেই জয়ী করা হইবে।

দ্বিতীয় বিষয়, 'নবুওত' সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "তুমি যে নবী এই বিষয়ে যাহারা সন্দেহ করে, তাহারা কখনো বলে: তুমি 'উম্মাদ'। কখনো বলে: 'জ্যোতিষী'। কখনো বলে: মিথ্যাবদী'এবং কখনো বলে 'কবি'। (নাউযু বিল্লাহ্, নাউযু বিল্লাহ্) ইহাদের কথার আদৌ কোনই পরওয়া করিবে না। বরং দেখ যে তোমার পূর্বেও আমি অনেককে পাঠাইয়াছি। তাহাদের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই আপত্তি করা হইত। তাহাদিগকেও এই সব বলা হইত। কিন্তু আমরা অবশেষে তাহাদের নবুওত প্রমাণ করি নাই কি? আমরা ঐ নবীগণের নবুওতের প্রমাণ দিয়াছি। তোমাকে তো খাতামুন্ নাবিয়ীন করিয়া পাঠান হইয়াছে। তোমার নবুওতের প্রমাণ দিব না কেন?" তারপর বলা হইয়াছে: "কখনো মনে করিও না যে পূর্ববর্তী মানুষ অন্য কোন প্রকার জীব ছিল। তাহারাও যেহেতু মানুষই ছিল এবং মানুষের বিরুদ্ধে এই প্রকার আপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক, সে জন্য তোমার বিরুদ্ধেও হওয়া উচিত ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে যতগুলি আপত্তি করা হইয়াছিল, আমরা তাহা দূর করিয়াছি। তোমার বিরুদ্ধে যতগুলি আপত্তি করা হইবে, তাহাও দূর করিব।" তারপর, খোদা-তা'লা এক তুলা-দণ্ডের কথা বলিয়াছেন এবংতাহা এই যে তাঁহাদের সহিত নিদর্শনাবলী ও লিখিত প্রত্যাদেশ বাণী থাকিত।" অর্থাৎ, ঐ সকল কথা যাহা তাঁহাদের এবং জ্যোতিষী, পাগল, যাদুকর ও কবির মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়। এই ছাড়া তাঁহাদের সঙ্গে "এরূপ শিক্ষা থাকে, যাহা সম্পূর্ণ প্রকৃতি সম্মত।"

তৃতীয়। দ্বিতীয় বিষয়ের ভাষ্য স্বরূপে আবার বলা হইয়াছে, নবীদের বিরুদ্ধবাদী—বিশেষতঃ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের বিরুদ্ধবাদীদিগকে সম্বোধন পূর্বক আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ পূর্বক পৃথিবীতে লাঞ্ছনা দুর্গতির আজাব হইতে রক্ষা পাইবে এবং তাহারা পৃথিবীতে এই যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া বেড়ায় এবং এই যে বড় হইয়া রহিয়াছে, যদি এই অবস্থায় কায়েম থাকিবে বলিয়া তাহাদের ধারণা এই হইয়া থাকে, তবে তাহারা ভীষণ ভুল করিতেছে। তাহারা তাহাদের দুষ্টতা হইতে প্রত্যাবর্তন না করিলে, নিশ্চয়ই ভীষণ শাস্তি পাইবে।

সুতরাং, এই আয়েত হইতে আমরা নবী এবং জ্যোতিষীর মধ্যে পার্থক্য করিবার একটি পরিষ্কার তুলা-দণ্ড জানিতে পারি। ইহার ফলে, কখনো কোন মানুষ ধোকায় পড়িতে পারে না এবং উহা এই যে, জ্যোতিষী তো

বলিতে যে 'অমুক সময় বৃষ্টিপাত 'হইবে,' 'অমুক সময় অমুক ব্যক্তি মরিবে,' বা 'অমুক স্থানে ভূমিকম্প হইবে' ইত্যাদি। কিন্তু জ্যোতিষী জানে না যে তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাতে কত জন মরিবে, বা তাহার বিরুদ্ধবাদী তাহা হইতে কত খানি রক্ষা পাইবে। (আমরা এই কথগুলি ইহা ধরিয়া নিয়া লিখিয়াছি যে জ্যোতিষীর কথাও সত্য হয়। নচেৎ এই প্রসঙ্গে জ্যোতিষীদের উত্তরঃ "ইহাই অন্য কথা") যাহা হউক, নবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার সাহায্যার্থে করা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, ইহা সম্ভব পর যে এক জন জ্যোতিষী বলিলেন যে 'কোন ভূমি-কম্প হইবে' এবং সত্যই কোন ভূমি-কম্প আসিতে পারে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীই যখন এক জন নবী করিবেন, তখন তিনি বলিবেন যে উহা তাঁহার শত্রুদের আজাবের জন্য আসিয়াছে। বস্তুতঃ, ঐ 'আজাব' আসিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার শত্রুরাই ধ্বংস হইয়াছে। তিনি নিজে কখনো ঐ আজাবে গ্রেফতার হইবেন না এবং তাঁহার অনুবর্তিগণও সম্পূর্ণ বা তাঁহাদের অতি বৃহদাংশ তাহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। সুতরাং নবী যত ভবিষ্যদ্বাণী করেন, হয়তো উহার অধিকাংশই তাঁহার শত্রুদের জন্য আজাব সম্বন্ধে থাকে। সেই আজাব অন্য সকলের জন্য আসিলেও নবীর অনুবর্তিগণের জন্য আসে না। নবীর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহার অনুবর্তীদের জন্য সুসংবাদ থাকে। তারপর, জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন যে, 'এখন এই কাজ এই প্রকার হইবে'। কিন্তু তাঁহার কথা সত্য হইলেও তাহাতে তাঁহার কোন অধিকার থাকিবে না। পক্ষান্তরে নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিবেন যে, 'আজাব আসিবে, কিন্তু যাহারা তাঁহার অনুবর্তিভুক্ত হইবে তাহারা রক্ষা পাইবে' এবং কার্য্যতঃ তাহাই হইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে, হযরত ইউনুস আলাইহেস্ সালাম তাঁহার জাতিকে এক আজাবের সংবাদ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা 'তাওবা' করিল, হযরত ইউনুসের নবুওত স্বীকার করিয়া নিল এবং বহু ক্রন্দন ও গলদগদভাবে দোয়া করিল, তখন তাহারা ঐ আজাব হইতে রক্ষা পাইল। ইহাতে উভয় কথাই পূর্ণ হইল। এক দিকে ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইল। কারণ যথা সময়ে আজাব উপস্থিত হইয়াছিল। অন্য দিকে তাঁহার নবুওতও প্রমাণিত হইল। কারণ তাহারা 'তাওবা' করায় আজাব দূর হইল। কিন্তু এমন কখনো হইবে না যে কোন জ্যোতিষী অমুক সময় ভূমি-কম্প হইবে' বলিয়া সংবাদ দেওয়ার পর যদি ভূমি-কম্প ঘটন-ক্রমে উপস্থিত হয়, তবে সমস্ত জনপদ নিবাসী টাট পরিহিত হইয়া বাসস্থান ত্যাগ, চীৎকার ও ক্রন্দন করায় এবং মাতারা স্তন্য-পায়ী শিশুদিগকে এজন্য সরাইয়া রাখায় যে তাহাদের নিদারুণ কান্না ও চীৎকারেই দয়া অবতীর্ণ হইবে, কিংবা সমবেত জন মণ্ডলী এই প্রার্থনা করাতেই রক্ষা পাইবে যে, "প্রভো, জাডকীল (এক জন বড় জ্যোতিষী) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। আজ তাঁহার সত্যবাদিতার বিষয় আমরা ধ্রুবভাবে জানিতে পারিয়াছি। আমরা ভবিষ্যতের

জন্য 'তাওবা' করিতেছি। ভবিষ্যতে আমরা কখনো এমন কিছু করিব না, যাদ্বারা তাঁহাকে অস্বীকার বা অমান্য করা হয়। তিনি যাহাই বলিবেন তাহা মানিতে আমরা কোন প্রকার সঙ্কোচ করিব না। তাঁহার আদেশ পালনে আমরা চুলাগ্র এদিক সেদিক করিব না।" এমন কখনো হইবে না যে, লোকের এই প্রকার দোয়া করায় আজাবের লক্ষণরাজি হঠাৎ অন্তর্হিত হইবে, আপদ দূর হইয়া শান্তি আসিবে এবং মানুষ নিরাপত্তা লাভ করিবে। এরূপ কখনো হইবে না যে, কোন জ্যোতিষী বা ডাক্তার কোন স্থান সম্বন্ধে বলিলেন যে সেখানে ভীষণ প্লেগ আসিবে, তারপর সত্যই তাঁহাদের কথা সত্য হইবে; কিংবা দারুণ প্লেগ উপস্থিত হওয়াতে মানুষ একথা স্বীকার করাতেই রক্ষা পাইবে যে, ডাক্তার বা জ্যোতিষীর অনুমান সত্য হইয়াছে। এবং যাহারা বলিবে, "ডাক্তার সাহেব অজ্ঞ। গণকের মিথ্যা কথা বলিবার অভ্যাস আছে। কখনো ইহাদের কথা সত্য হয়, কখনো হয় না"—তাহারা প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস হইবে।

পক্ষান্তরে, যখন কোন নবী ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তাহাতে ভীতি প্রদর্শন বা ঐশী কৃপার বিষয় বর্ণিত থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে যদি কোন নবী প্লেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তবে বলিবেন যে তাঁহার শত্রু ধ্বংস হইবে, কিন্তু তিনি এই বিপদ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিবেন। বস্তুতঃ, তিনি নিরাপদই থাকিবেন (যদিও সম্ভবপর যে জ্যোতিষী বা ডাক্তার তাহাতে প্রাণত্যাগ করিবেন)। এবং নবীর অনুবর্তিগণও অনেকখানি নিরাপদ থাকিবে। সুতরাং ইহা একটি উজ্জ্বল সত্য যদ্বারা ইহা মীমাংসা হইয়া যায় যে, কে নবী এবং কে জ্যোতিষী?

জ্যোতিষী যাহা বলেন তাহা গ্রহ নক্ষত্রের গতির পরিবর্তন ও অন্যান্য অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া থাকেন। হইতে পারে শত কথার মধ্যে কোন এক কথা সত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু নবী যাহা বলেন তাহার ভিত্তি হইতেছে মানব হৃদয়ের পরিবর্তনের উপর এবং উহার সঙ্গে থাকে দোয়ার সম্পর্ক। কোন বিপক্ষীয় ব্যক্তি স্বপক্ষে আসিলে, কোন শত্রু মিত্র হইলে, কোন বিরুদ্ধবাদী নবীর মতাবলম্বী হইয়া পড়িলে শাস্তি হইতে রক্ষা লাভ করে। পক্ষান্তরে কোন অনুবর্তী বিরুদ্ধাচারী হইলে আজাবগ্রস্ত হয়। সুতরাং নবীর ভবিষদ্বাণী হইতে জানা যায় যে তাঁহার সহিত খোদার সম্বন্ধ আছে। কারণ নবী সম্বন্ধে যাহার চিত্ত যেমন, তেমনি ব্যবহার লাভের সে যোগ্য হয়। কিন্তু জ্যোতিষীর শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করাও সম্ভবপর এবং ইহাও সম্ভবপর যে গণনা দ্বারাও জ্যোতিষী ইহাই জানিতে পারেন যে, শত্রু তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করিবে এবং তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবে। কিন্তু নবী দোয়া করিলে তিনি তাঁহার শত্রুর সম্বন্ধে এই উত্তর প্রাপ্ত হইবেন:

ءامنتم من فى السماء ان يخسف

بكم الارض فاذا هى تمور - ام امنتم من فى السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير -

"তোমরা কি মনে কর যে যিনি আকাশে আছেন, তিনি হইতে তোমরা নিরাপদ! তিনি কি পৃথিবীকে তোমাদের সহ জল মগ্ন করিতে পারেন না? ভাব, যখন উহা কম্পন আরম্ভ করে।

"তোমরা কি আকাশে যিনি আছেন, তিনি হইতে নিরাপদ মনে কর যে, তিনি তোমাদের উপর বালুকা ঝটিকা আনায়ন করিবেন না? অতঃপর তোমরা জানিবে যে আমার সতর্ক বাণী কত ভীষণ ছিল।"*

('সূরাহ মুল্‌ক', ১৭—২৮ আয়াত)

*'তস্‌হীযুল্‌ আযহান', মার্চ, ১৯১০

বাঁকা মন, ফাঁকা আওয়ায

كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز

"আল্লাহ্‌ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, 'আমি ও আমার রসুলগণ বিজয়ী হইব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। ('আল্‌কোরআন' ২৮ : ২২)

[মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ]

১৬ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত জমাআতে ইসলামীর মুখপত্র 'জাহানে নও' পত্রিকায় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের "কাদিয়ানী বীর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় অপ-প্রচারের প্রতি নযর না দিয়াই আমরা আমাদের কর্তব্য কাজ করিয়া যাইতে ছিলাম। কিন্তু সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমানগণ এই জাতীয় অপ-

প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ভুল পথে পরিচালিত হইতে পারেন এবং ১৯৫৩ সনের পাঞ্জাবের দাঙ্গার পুনরাভিনয়ও ঘটিতে পারে। সে জন্য আমরা জমাআতে ইসলামীর প্রকৃত স্বরূপ সর্ব সাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটন করিতে বাধ্য হইলাম। ধর্মের নামে এদেশের জনগণকে উত্তেজিত করিবার সস্তা সওদা দ্বারা গদী দখলের মতলব সিদ্ধিই এই জাতীয় আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য। কাজেই যে প্রকারেই হউক হেরফের করিয়া জনমত আদায়ের পথ জমাআতে ইস্‌লামী গুছাইয়া লইতে চাহিয়াছে। ইহার নমূনা পাঠক এখনি দেখিতে পাইবেন।

আমাদের দেশে এক দল পীর অশিক্ষিত লোকদিগকে ধোকা দিবার জন্য প্রসঙ্গ ও পূর্বাপর বিষয় বাদ দিয়া কোরআনের আয়াতের একাংশ আওড়াইয়া উল্টা বুঝাইয়া থাকে, "নামায পড়িতে খোদার নিষেধ আছে"। অশিক্ষিত বেচারা কি করিবে? প্রকৃত বিষয় বুঝিতে না পারিয়া ঐসব ধোকায় পড়িয়া যায়। জমাআতে ইস্‌লামীর সাধারণ সম্পাদক মহোদয়ও এই জাতীয় বুলি দ্বারা ময়দান ফতেহ্ করার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বিচারপতি মুনীর লইয়া গঠিত তদন্ত আদালতে সর্ব দলীয় আলেমগণ বিশেষ করিয়া এই জমাআতে ইস্‌লামীর নেতাও ইস্‌লামের প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে পারেন নাই। ইঁহারা আবার কোন মুখে ধর্মের দোহাই দিয়া সরল প্রাণ মুসলমানগিকে ভুল পথে পরিচালিত করিবার অপচেষ্টায় মাতিয়াছেন?

সম্পাদক সাহেব হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের বিরুদ্ধে "কাদিয়ানী নবীর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথা সাজাইয়া এক উদ্ভট নাটকীয় ভূমিকার অভিনয় করিয়াছেন। আমরা একে একে তাঁহার সম্যক তথ্য আরজ করিতেছি। সম্পাদক সাহেব লিখিতেছেন ঃ

> "দুনিয়ায় যত নবী প্রেরিত হইাছেন, তাঁহারা সমাজে সর্ব্ব শ্রেণীর প্রশংসা ভাজন হওয়া সত্ত্বেও যখনই তাঁহারা এক মাত্র আল্লাহর দাসত্বের ও আল্লাহর বিধানের বিপরীত যাবতীয় বিধানের আনুগত্য ও ত্যাগের আহ্বান জানাইয়াছেন, তখনই প্রচলিত সমাজের কায়েমী স্বার্থের নেতৃবৃন্দ ও তদানীন্তন শাসক সম্প্রদায় মারখুলি হইয়া উঠিয়াছে এবং সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়া নবীর আওয়াযকে খতম করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে।"

সম্পাদক সাহেবের এই প্রস্তাবনাই কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত আহ্‌মদ আলাইহেস সালামের সত্য নবী হওয়া প্রমাণিত করিতেছে। কারণ হযরত আহমদ (আঃ)এর জীবদ্দশায় প্রচলিত সমাজের নেতৃবৃন্দ মৌলবী, পাদ্রী ও পণ্ডিতগণ তাঁহার চরম বিরোধিতা করিয়াছে। কিন্তু খোদা-তা'লার প্রেরিত এই মহাপুরুষ সর্ব ক্ষেত্রেই বিজয় মাল্যে ভূষিত হইয়াছেন। ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক, আবদুল্লাহ্ আথম এবং মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন

বাটালবী প্রভৃতি সকলেই সেই সময়কার কোন কোন সরকারী কর্মচারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বহু মামলা মোকদ্দমা মায় খুনের মোকদ্দমা পর্যন্ত এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে তৈরী করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, হযরত আহ্‌মদের (আঃ) সারাটি জীবন এই সকল কায়েমী স্বার্থান্ধ নেতৃবর্গের বিরোধিতার সহিত সংগ্রামে কাটাইতে হইয়াছিল। সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় প্রবলাকারে যে সব বিরোধিতা মাথা চাড়া দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল। পরে তাহা আর কেহই দেখিতে পায় নাই। তাঁহার অন্তর্ধানের পর আজও কায়েমী স্বার্থের পূজারীরা তাহাদের যাবতীয় শক্তি এই জমাআতের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছে। কে না জানে যে ১৯৫৩ সালে বিভিন্ন দল, বিশেষ করিয়া 'ইসলামী জমাআতের' নেতৃবৃন্দ আহ্‌মদীয়া জমাআতকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আল্লাহ্-তা'লার অশেষ অনুগ্রহে তাঁহাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ১৯৫৩ সনের হাঙ্গামা তদন্তের জন্য বিচারপতি মুনীরের সভাপতিত্বে এক তদন্ত কমিশন বসে। ঐ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় জমাআতে ইসলামী ও আহরার প্রভৃতি দলগুলির বিদেশী চক্রের সহিত যোগাযোগ ছিল। আহমদীয়া জমাআতের বিরুদ্ধবাদী দলগুলির সহিত পাদ্রীদেরও ঐক্য ছিল। এই সব যোগ সাজশ দ্বারা কি ইসলামী জমাআত আহ্‌মদীয়া জমাআতের আওয়াযকে খতম করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে নাই?

আহরার দলের সৃষ্টি কে করিয়াছে? বৃটিশ আমলে কি এই দলটি কাদিয়ানে গোলমাল বাধাইতে চেষ্টা করে নাই? তাহারা আহমদীয়া জমাআতের সম্মানিত বুযুর্গগণের প্রতি আক্রমণ করে নাই কি? আহ্‌মদীয়া জমাআতের ধৈর্যের তখন চরম পরীক্ষা হইয়াছিল। তখন ইংরেজ শাসকেরা আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ছিল আহ্‌মদীয়া জমাআত রাজনৈতিক দলে ভিড়িলে সামান্য ছুতা ধরিয়া 'খুনি মাহ্‌দীর' অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া এই জমাআতকে চিরতরে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। কিন্তু খোদা-তা'লার মহিমায় ইংরেজদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এইরূপ প্রচেষ্টার জের আজও চলিতেছে। বিভিন্ন প্রকারে নানা আকৃতির রূপ দিয়া আহ্‌মদীয়া জমাতকে ইসলাম প্রচার হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ আফ্রিকা মহাদেশে আহ্‌মদীয়া মুস্‌লিম প্রচারকগণের প্রচণ্ড আঘাতে হটিয়া যাইতেছে। সেখানে সম্মুখ সমরে প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পাদ্রীগণ এখন এ-দেশে তাহাদের চিরাচরিত দাজ্জালী চাল চালিতেছে। পাশ্চাত্যে পাদ্রীগণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এবং ইস্‌লামের ধর্ম-গ্রন্থ কোরআন মজীদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা রটনা করিয়াছে। কুৎসা রটনা করিয়া যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা আবার অন্য পথ ধরিয়াছে।

জমাআতে ইস্‌লামী ও আহরার প্রমুখ দলের ইসলামের জন্য দরদ নাই। ধর্মের প্রতি তাহাদের কোন টান নাই। যদি প্রকৃত ইসলামের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে মুসলমানে মুসলমানে ঝগড়া না বাধাইয়া ইহারা দেশ বিদেশে ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন থাকিত। আজ গোটা পৃথিবীতে খ্রীষ্টান পাদ্রী ছাইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে শত শত দল থাকা সত্ত্বেও খ্রীষ্টান মত প্রচারে তাহারা এক মত। রোমান ক্যাথলিক প্রোটেষ্টান্ট দলকে এন্টি-ক্রাইষ্ট (খ্রীষ্ট-বিরোধী) বলিয়া থাকে। তবু আপোষের ঝগড়া তাহাদের প্রচারকে বাধা দেয় নাই। শুধু মুসলমানদের মধ্যেই প্রাচীন জটিল ব্যাধি মারাত্মকভাবে সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, 'সাধারণ সম্পাদক' সাহেব যদি এক বার তাঁহার প্রস্তাবনায় হযরত আহ্‌মদ নবীর (আঃ) সমসাময়িক আলেম, পণ্ডিত ও তদানীন্তন বিরুদ্ধবাদিগণের ইতিহাসকে চাপা না দিয়া কথা বলিতেন, তাহা হইলে কখনও তিনি এরূপ মতামত প্রকাশ করিতেন না। অধ্যাপক সাহেব সত্য নবীর জন্য যে মাপকাঠি জন সমাজে পেশ করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি যে, এক বার তিনি নিরপেক্ষভাবে সেকালের ঘটনাবলী ও আজকালকার আহমদীয়া বিরোধী কার্য কলাপ সামনে রাখিয়া বিচার করিয়া দেখুন হযরত মীর্যা সাহেবের নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয় কি না।

গোলাম আযম সাহেবের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় কথা হইল এই:

"মির্জা সাহেব ইসলাম ও মুসলমানের পয়লা নম্বর দুশমন জালেম ইংরেজ সরকারকে আল্লাহর খাস রহমত ও বরকত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং জোর গলায় এ কথা প্রচারও করিতেন।"

ইহার উত্তরে আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি যে একবার আপনারা সে যুগের প্রতি চিন্তা করুন, যে যুগে ইংরেজ শাসনের পূর্বে শিখ রাজত্ব কালে শিখ অধ্যুসিত এলাকার মুসলমানগণকে নির্যাতিত হইতেছিল। তাহাদের প্রতি শিখ ও হিন্দুদের বড়ই উৎপীড়ন চলিতেছিল। মুসলমানগণ মস্‌জিদে আযান পর্যন্ত দিতে পারিত না। সে যুগের ইমাম ও মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী আলাইহের রহমত পাঞ্জাবের মুসলমানগণের উৎপীড়নের কথা শ্রবণ করিয়া বিষয়টি তদন্তের জন্য হযরত ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহে আলাইহেকে তথায় প্রেরণ করেন, তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহার উপরই মুজাদ্দেদ সাহেব শিখ জুলুমের বিরুদ্ধে মোজাহেদ বাহিনী তৈরি করেন। বিদেশী মুস্‌লিম সাহায্য ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য তিনি হজ্‌ ক্রিয়া সমাপন করিতে সদলবলে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। অবশেষে নৈতিকতা হীন মুসলমানের

বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বালাকোট ময়দানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মোজাহেদ বাহিনীর জেহাদের পর মুসলমানদের প্রতি শিখদের জুলুম পুর্ণ মাত্রায় দেখা দেয়। এই অত্যাচার অনাচারের পর পাঞ্জাব প্রদেশ ইংরেজদের অধীনে আসে। ইহাতে শিখ ও হিন্দুদের অত্যাচার প্রশমিত হয়। ক্রমে মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যপারে স্বাধীনতা আসে। ইহাতে মুসলমানগণ এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুদের অত্যাচার যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও যাঁহারা উৎপীড়িত হইয়াছেন, তাঁহারাই এসম্পর্কে বলিতে ও সাক্ষী দিতে পারিবেন যে, ইংরেজ রাজত্ব তাঁহাদের জন্য 'রহমত' ছিল —না, 'আযাব' ছিল। যে ইংরেজগণ অবাধে ধর্ম প্রচার এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম করিতে সুযোগ দিয়াছেন, তাহদিগকে 'রহমত ও বরকত' বলা অন্যায় হইবে? না, অকৃতজ্ঞতা। অবশ্য ধর্ম প্রচার ও পালনে যাহাদের বিরাগ আছে তাহারা ইহার মূল্য বুঝিবে না। দৃষ্টান্ত স্থলে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সবেমাত্র পাঞ্জাবে ইংরেজ রাজত্ব আসিয়াছে। এমতাবাস্থায় মুসলমান সিপাহী মসজিদে নামায পড়িতে গিয়াছিল। সেখানে যাইয়া দেখিল মসজিদের মোয়ায্‌যেন চুপেচুপে 'আযান' দিতেছে। তখন সিপাহী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জোর গলায় 'আযান' দাও না কেন?" মোয়ায্‌যেন বলিল, "শিখ ও হিন্দুগণ অত্যাচার করিবে।" তখন সিপাহী বলিল, "উচ্চৈস্বরে 'আযান' দাও। মোয়ায্‌যেন পুনরায় কাতরুক্তি জানাইল। কেননা সে জানিত না ইংরেজদের আমলে পূর্বেকার শাস্তি বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সিপাহীর প্রেরণায় সে উচ্চৈস্বরে 'আযান' দিয়া নূতন এক রেকর্ড সৃষ্টি করিল। 'আযান' শোনা মাত্র চারিদিকে হিন্দু ও শিখগণ হৈ চৈ করিয়া উঠিল। অবশেষে আদালত পর্যন্ত ব্যাপার গড়াইল। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকে নোটিশ দিয়া আদালতে হাজির করিলেন এবং উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিবার পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোরে আযান দেওয়ায় তোমার কি ক্ষতি হইতেছে?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন, "আমাদের যাবতীয় পুজাপাট ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তখন ম্যাজিষ্ট্রেট মুসলমান মোয়ায্‌যেনকে বলিলেন, "খুব উচ্চৈস্বরে এই আদালত গৃহেই আযান দাও।" মোয়ায্‌যেন খুবই গুরু গম্ভীর স্বরে সুললিত কণ্ঠে আযান ধ্বনী উচ্চারণ করিলেন। 'আযান' শেষ হইবার পর ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট সেই পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার আদালতের কোন বস্তু কি ভ্রষ্ট হইয়াছে? পণ্ডিত ব্যতীত অপরাপর সকলেই বলিল, "না স্যার।" তখন ইংরেজ সাহেব পণ্ডিতকে বলিলেন, "যাও। আদালত গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও। পুনরায় আযান নিয়া গোলমাল করিলে ভীষণ শাস্তি পাইবে। ইহা শিখ রাজত্ব নহে, ইহা ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজ আমেল ধর্ম নিয়া কলহ ঝগড়া চলিবে না।"

বন্ধুগণ আপনারা শিখ রাজত্বের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়া থাকিবেন। সে আমলের জুলুমের জনশ্রুতি আজও পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে শোনা যায়। এমতাবস্থায় ধর্মীয় নির্মম অত্যাচারের পর ইংরেজ আমলে ধর্মীয় স্বাধীনতা মুসলমানের জন্য 'রহমত বরকত' ছিল, না আযাব!

হযরত মীর্যা সাহেব যেমন এক দিকে ইংরেজদের শাসন নীতির প্রশংসা করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ইংরেজ পাদ্রীদিগকে 'দাজ্জাল' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খ্রীষ্টান জাতির ক্রুশ বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদের তিন খোদার এক খোদা যীশুকে মৃত্যু প্রাপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন। কাশ্মীরে তাঁহার কবর আছে, তাহাও দেখাইয়াছেন। যে ইংরেজ যীশুকে জীবিত খোদা বলিয়া পূজা করে, তাহাদের খোদাকে যিনি মৃত বলিয়া প্রমাণ করিলেন ও তাঁহার ঈশ্বরত্বের অবসান ঘটাইলেন, জমাআতে ইসলামী তাঁহাকে ইংরেজদের এজেন্ট বলিয়া আখ্যায়িত করিলে কি বলা প্রয়োজন? কাহারো সদগুণ অস্বীকার করার শিক্ষা ইস্‌লামে আছে কি?

অতঃপর, গোলাম আযম সাহেব হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের কেতাব হইতে প্রসঙ্গ ও পূর্বাপর বিষয় বস্তু বাদ দিয়া কতক হওয়ালা পেশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"ইংরেজ মিশনারীরা এদেশে ইস্‌লামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি চরম বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকে। নৈতিক ও সামাজিক অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া ইংরেজ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। পাশ্চাত্যের পাশব সভ্যতা মুসলমানদের সমাজ ও ব্যক্তি মানসের উপর হামলা শুরু করিল। যুবক ও শিক্ষিত সমাজে খোদাদ্রোহীতা ও ধর্মহীনতার ব্যাপক প্রসারের জন্য ইংরেজগণ সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করিল। চতুর বিদেশী শাসকেরা বুঝিতে পারিল যে, নৈতিক পতন ও চারিত্রিক ভাঙন ব্যতীত এই জাতিকে পরাধীন রাখা কিছুতেই সম্ভব হইবে না।"

আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ অধ্যাপক গোলাম আযাম সাহেবের নিকট। তিনি হযরত মীর্যা সাহেবের যুগের অধঃপতিত মুসলিম জাতির পতনের প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়াছেন। আপনারা উপ-লিখিত 'কোটেশনটি' খুবই মনযোগের সহিত পাঠ করুন। তাহা হইলে বিষয়টি ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে পারিবেন।

ইংরেজ মিশনারীগণ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে পাদ্রীদের দ্বারা যে অভিযান চালাইয়াছিল, সে অভি-যানের মোকাবেলা কে করিয়াছিল? কোন মোল্লা, কোন মৌলবী, পীর, গদ্দী নশীন বা কোন প্রতিষ্ঠান কি এই ইংরেজ মিশনারীদের মোকাবেলা করিয়াছিল? না, একা হযরত মির্যা সাহেবই এই খ্রীষ্টানী অভিযান রোধ করেন মুবাহালা, মোনাযারা। মোবাহাসা এবং লিখনীর

মাধ্যমে এই বিজয় অভিযান চালাইয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণকে পর্যুদস্ত ও প্রতিহত করেন। শুধু তাই নয়, এদেশে পাদ্রীদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং তিনি এমন এক জমাআত তৈরি করিয়া গিয়াছেন, যে জমাত আজও সারা বিশ্বে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মোকাবেলা করিতেছে। হযরত মির্যা সাহেবের যুগের মোল্লা মৌলবীগণ পাদ্রীদের মোকাবেলা করা দূরে থাকুক, তাহারা এই মহা-পুরুষের চরম বিরোধিতাই করিয়াছিল। শুধু তাই নয়, বরং পাদ্রীদের সহযোগিতা করিয়াছিল। যখন ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক প্রভৃতি পাদ্রী মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতে থাকে, তখন আহ্‌মদীয়া জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের প্রতিবাদ করায় তাহারা হযরত আহ্‌মদ আলাইহেস সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মুলক খুনের এক মিথ্যা মোকাদ্দমা আদালতে রুজু করিল। তখন মৌলবীদের নেতৃ স্থানীয় মৌলবী মোহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী পাদ্রীদের পক্ষে এবং হযরত আহ্‌মদের (আঃ) বিরুদ্ধে আদালত মিথ্যা সাক্ষী দিবার জন্য হাজির হইলেন। জানি না, ইসলামের কোন শিক্ষা মতে তাঁহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াকে জায়েয মনে করেন। উক্ত মোকাদ্দমা যাঁহার আদালতে শেষ হইল, তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার। তাঁহার নাম ছিল কেপ্টেন ডগলাস। পাদ্রী, পণ্ডিত ও মৌলবীদের সমবেত চেষ্টা ও তদবীর দ্বারা আনীত মোকাদ্দমাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্র মূলক দেখিয়া ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর পাদ্রীদের মোকাদ্দমা খারিজ করিয়া দিয়া হযরত মির্যা সাহেবকে বেকসুর খালাস দিলেন। এই মোকাদ্দমায় কেপ্টেন ডগলাস এমন বীরত্ব ও সৎ সাহসের পরিচয় দিলেন যে, তিনি বিচার বিষয়ে স্বজাতি ও স্বধর্মীয় পাদ্রীদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষাকরিয়া তাঁহার চরিত্র, মনোবল এবং বিচারের নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়া বিচার ইতিহাসে এক মহান আদর্শ ও তাঁহার অমরত্বের অবদান রাখিয়া গেলেন। এহেন চরিত্রবান রাজপুরুষের প্রশংসা জোর গলায় করিবেন, না—অন্য কাহারও প্রশংসা করিবেন! এই জাতীয় ন্যায় বিচার ও উদার শাসক শ্রেণীর প্রশংসা করাকে অন্যায় কে বলিতে পারে? কোরআন ও সুন্নতে ইহার বহু নযীর আছে। আঁ-হযরত (দঃ) এর যুগে হাবস সম্রাট আস্‌হামা নাজ্জাসী যখন পাদ্রীদের প্ররোচনায় এবং মক্কার কোরায়শদের উপঢৌকনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মোহাজের মুসলমানদিগকে তথায় আশ্রয় দিলেন, তাঁহার প্রশংসায় খোদাতালা স্বয়ং নিম্নোক্ত আয়ত নাযেল করিলেন ঃ

"নিশ্চয়ই তুমি উহাদিগকে যাহারা নিজদিগকে নাসরা বলিয়া থাকে, মোমেনগণের নিকটতম বন্ধুরূপে পাইবে। কেননা তাহাদের মধ্যে খোদা-পরস্ত ও জ্ঞানিগণ আছেন এবং তাহারা গর্ব করে না। এবং তাহারা যখন রসুলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শ্রবণ করে, সত্যকে চিনিবার দরুন তখন তুমি তাহাদের চোখ হইতে পানি

নির্গত হইতেছে দেখিবে এবং তাহারা বলিতেছে : 'হে আমাদের প্রভু আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব আমাদের নামও সাক্ষীদের অন্তর্গত কর।" (সূরাহ্ মায়েদা, ১১ রুকু)

এই আয়াতে আল্লাহ্-তালা ইসে খ্রীষ্টানগণের প্রশংসা করিতেছেন যাঁহারা সত্যের আশ্রয় দাতা ও স্বীয় ধর্মের অন্ধ ভক্ত নহেন। আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন, এবং সত্যের সন্ধানীদিগকে সাহায্য করিতে পারেন এমন ব্যক্তিদের খোদা-তালা প্রশংসা করিয়াছেন। আঁ-হযরতও প্রশংসা করিয়াছেন। ইতিহাস জানা ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে আঁ-হযরত (দঃ) হাবসের সম্রাট আসহামের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য অনেক দোয়াও করিয়াছিলেন। এমন কি মুসলমানদের কাছে প্রতিজ্ঞাও নিয়াছিলেন যে তাহারা যখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ক্ষমতার অধিকারী হইবে, কখনও যেন হাবস রাজ্যের প্রতি কুনজরে না তাকায়। এই প্রতিজ্ঞার দরুণই মুসলমানগণ বিশ্বের মালিক হইয়াও হাবসের প্রতি তাকায় নাই। ইহা এই জন্য ছিল যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের কতিপয় সাহাবাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেজন্য আজও মুসলমানগণ আসহামা সম্রাটের বংশধরগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। জানি না, প্রফেসার আযম সাহেব তখন উপস্থিত থাকিলে এজন্য খোদা ও খোদার রসুলের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াইতেন কি না? ইসলাম কৃতজ্ঞতা শিখায়, অকৃতজ্ঞ হইতে নিষেধ করে। যে কেহ উপকার করিবে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ এই ইস্লামে শিক্ষা থাকিবে। আপনারা ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর কেপ্টেন ডগলাসের কথা শুনিয়াছেন। তিনি যখন অবসর প্রাপ্ত জীবন যাপন করেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার জীবনের বড় বড় ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হযরত মির্যা সাহেবের কথা বলিতেন। একবার তিনি ১৯৬০ সনের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে চৌধুরী মোহাম্মদ যফরুল্লাহ্ খাঁ সাহেবের নিকট বলিয়াছেন :

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ (দঃ) সত্য নবী ছিলেন, এবং আমার ইহাও বিশ্বাস যে, মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) নবী।" ২৪-১-৬০ ইং। হযরত মির্যা সাহেব এই জাতীয় সাধু পুরুষদের প্রশংসা করিয়া কি অন্যায় করিয়াছেন? কোরআন ও সুন্নাহকেই তো তিনি পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন।

হযরত মির্যা সাহেব সেই কাজই করিয়াছেন যদ্দ্বারা মুসলমানগণের সংহতি নষ্ট না হয়; চরিত্র উন্নত হয়, খ্রীষ্টানদের দাজ্জালী ফেৎনা ধুলিসাত হয়। কিন্তু মৌলবী সাহেবগণ অযথা প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইলেন। খ্রীষ্টানদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার পথে অন্তরায় হইলেন। নতুবা হযরত মির্যা সাহেব মুসলমানগণের মধ্যে যে গঠন মূলক কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, উহা মুসলমানগণ সাদরে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই পাক-ভারতের বর্তমান কুৎসিত চেহারা কেহই

দেখিতে পাইত না। রাজনৈতিক দলের গলাবাজীও করিতে হইত না। রাজনৈতিক দল গুলি যত হৈ চৈ করিয়া বেড়ায়, কাজ কিন্তু ততটা করিতে পারে না। কারণ সত্যিকার মানুষ না হইলে কাজ করা যে বড় দুষ্কর তাহা আজ সকলেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছেন। মানুষের মধ্যে যে সব সদগুণ শিক্ষা দিলে মানুষ সত্যবাদী, সাধু, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মশীল হইবে, তাহাই প্রথমতঃ করিতে হয়। তৎপর ত্যাগ ও কোরবানীর শিক্ষা দিয়া ধীরে ধীরে পরীক্ষার পথে অগ্রসর করিতে হইবে। সততা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্ম পরায়ণতার কোন বালাই নাই, অথচ "জেহাদে ঝাপাইয়া পড়"—এ শিক্ষা ইসলামের নহে। নূতন ইমানের দ্বারা নূতন উদ্দীপনা ও তেজ আসে। এই নূতন ইমানে বলিয়ান জাতিই জগতে বিজয়ী হইয়া থাকে। সেই পথে পরিচালিত করিবার জন্যই হযরত মির্যা সাহেব আগমন করিয়াছেন। সেই পথে না চলা পর্যন্ত মুসলমান জাতির ভাগ্য রবি উদিত হইবে না। কেননা সেই পথই ইসলামের সাবেক পথ। খোদা নির্দেশিত পথ।

জাতি গঠন না করিয়া জেহাদে ঝাপাইয়া পড়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক আর কিছুই নাই। ইংরেজ শাসক শ্রেণী এবং পাদ্রীগণ দাজ্জালিয়তের কলা কৌশলের মাধ্যমে এদেশের লোকদের মধ্যে যে নৈতিক ও সামাজিক অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে তাহা কি শোধরান হইয়াছে? উলামাগণ ইন্ধনই যোগাইয়াছেন। ইহার ইসলাহ এবং শোধন ব্যতীত কিভাবে এজাতির উন্নতি হইতে পারে? ইংরেজ প্রচারকগণের অপ-প্রচারের দ্বারা এদেশের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, উহার জন্য সাধারণতঃ দায়ী কে? যাহারা আহমদীয়া জামাতের গঠন মুলক কাজকে সুনযরে দেখিতে পারে নাই—যে কায়েমী স্বার্থের পূজারীরা এ জমাতের আওয়াযকে খতম করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, তাহারা নয় কি?

তথা কথিত মৌলবী মৌলানাদের জামাতগুলি আজও গঠন মূলক কাজের বিরোধী এবং বরাবর জমাতে আহমদীয়ার গঠন মূলক কাজকে খতম করিবার জন্য ষড়-যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। ইহা দ্বারা কি আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা সাহেবের নবী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয় না? অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব সত্য নবীর জন্য যে মাপ-কাঠি পেশ করিয়াছেন সেই মাপ-কাঠি দ্বারাই তাঁহাকে একবার মির্যা সাহেবের নবী হওয়ার যাচাই করিবার অনুরোধ করিতেছি। ইংরেজগণ এত সুযোগ দিবার পরও মির্যা সাহেব তাহাদের খোদার পুত্র খোদার মৃত্যু প্রমাণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, এমন কি হযরত মির্যা সাহেবের লিখিত এমন কোন পুস্তিকা নাই যাহাতে তিনি ঈসা আঃ সালামের মৃত্যুর প্রমাণ দেন নাই। সত্যই ইহা মির্যা সাহেবের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই ব্যাপারে তাঁহার সমতুল্য নযীর পাওয়া কঠিন। তদোপরি খ্রীষ্টান জাতির খোদার মৃত্যুর দলিল

দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের কবর কাশ্মীরে আছে বলিয়াও প্রমাণ করিয়াছেন। খ্রীষ্টান জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'তোহ্ফা কায়সারিয়া' নামক পুস্তিকা দ্বারা তবলীগ করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা এই যে, ইংরেজ এক অত্যন্ত বিচক্ষণ জাতি। সুচতুর ইংরেজ খ্রীষ্টান পাদ্রী বা দাজ্জালদের প্রেরণ করিয়া এ দেশের লোকের রুচি সংগ্রহ করতঃ সে মতে ব্যবস্থা দিতেছিল। নতুবা বাংলার মীর জাফর, দাক্ষিণাত্যে 'সাদেক' এদেরকে কোন্ মীর্যা সাহেব জেহাদ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন? অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব আমাদিগকে বলিবেন কি?

হযরত সৈয়দ আহ্মদ বেরেলবী রহমতুল্লাহে আঃ শিখদের বিরুদ্ধে দেশ ব্যাপী জেহাদ আন্দোলন কি কারণে ব্যর্থ হইল, ইহার প্রধান কারণ কি মুসলিম সংহতি না থাকা এবং আত্মত্যাগের সবক ভুলিয়া যাওয়া নয় কি? তদোপরি ইহা অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মুসলমানগণের নৈতিক অধঃপতনের কারণ নয় কি? বালাকোটের যুদ্ধের মাঠে শহীদগণের অভিযান এই জন্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। নৈতিক অধঃপতিত একদল মুসলমানই শিখদিগকে সাহায্য করিয়াছিল।

যে যুগে আসিয়া হযরত মির্যা সাহেব জেহাদ হারাম করিয়া দিয়াছেন, সে যুগ পাশ্চাত্য জাতির চরম উন্নতির যুগ। খ্রীষ্টান জাতির রেঁনেসার যুগ। অপর দিকে মুসলমান জাতির চরম অধঃপতনের যুগ। এই অধঃপতিত জাতিকে নূতনভাবে ইমান না দিয়া আত্মত্যাগের পূর্ণ সবক না শিখাইয়া পাশ্চাত্য বা 'ইয়াজুজ মাজুজ' জাতির মোকাবিলা করিবার জন্য জেহাদের হুকুম দেওয়া—আত্মহত্যার নামান্তর ছিল। একদিকে আল্লাহ্র আদেশ অপর দিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী, হযরত মির্যা সাহেবকে তরবারীর জেহাদ মুলতবী করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছিল।

'জাহানে নও' পত্রিকার যে সংখ্যায় জনাব গোলাম আযম সাহেবের উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রাকাশিত হইয়াছে, ইহারই দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যে হাদিসটির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রনিধান যোগ্য। হাদিসটি হইল:

يضع الحرب (بخارى)

"হযরত মসিহে মাওউদ অস্ত্রযুদ্ধ মুলতবী করিবেন এবং করিতে থাকিবেন।"

এখানে يضع শব্দটি 'মোযারায়ে' অর্থাৎ ইহা দ্বারা দুইটি কাল বুঝা যায়। একটি বর্তমান অপরটি ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ মসিহ (আঃ) আগমন করিয়াই তরবারী যুদ্ধ বা 'জেহাদ আসগর' (সর্বাপেক্ষা ছোট যুদ্ধ) মুলতবী করিয়া দিবেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ যে পর্যন্ত না মুসলমানগণের মধ্যে সংহতি ফিরিয়া আসিবে, সে পর্যন্ত 'জেহাদে আসগর' বা তরবারীর যুদ্ধ মুলতবী (বা স্থগিত) রাখিবেন। যখন মসিহ

আগমন করিবেন, তখন শান্তিও সন্ধির যুগ। সেযুগে ধর্মের জন্য তরবারী উত্তোলন হারাম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলেন ঃ

ان اوحى الله الى عيسى
ابن مريم انى اخرجت عبادا
لى لا يدان لا حدهم بقتالهم
فحرز عبادى الى الطور الحديث

"তখন আল্লাহ্‌তালা হযরত মসিহকে অহী করিবেন, 'আমি আমার এমন বান্দা প্রেরণ করিব, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। অতএব, তুমি আমার বান্দা-দিগকে নিয়া আশ্রয় স্থানে চলিয়া যাও। অত:পর আল্লাহ্‌তালা ইয়াজুজ-মাজুজ দলকে প্রেরণ করিবেন। তাহারা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় আকারে পৃথিবীতে ঝাপাইয়া পড়িবে। ইয়াজুজ মাজুজ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মসিহ আলাইহেস্‌সালাম ঘেরাউ অবস্থায় থাকি-বেন। এই অবস্থায় মসিহ (আঃ) ইয়াজুজ মাজুজ জাতির প্রতি বদ দোয়া করিতে থাকিবেন। তৎপর তাহারা ধ্বংস হইবে। তৎপর মুসলমান-গণ তাহাদের ধ্বংস স্তূপের উপর নূতন ভাবে সৌধ নির্ম্মাণ করিবেন।" (হাদিস)

হাদিসে বর্ণিত 'ইয়াজুজ মাজুজ' কাহারা? ইহারা পাশ্চাত্য জাতি ব্যতিরেকে অন্য আর কেহই নহে। আঁ-হযরত (দঃ) পাশ্চাত্য জাতিকে এই জন্য ইয়াজুজ মাজুজ বলিয়াছেন, যেহেতু তাহারা আগুন ও পানি দ্বারা বহু কাজ লইবে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি আগুন পানির উপরই নির্ভর করে। সেই জন্য আঁ-হযরত (দঃ) ইহাদিগকে ইয়াজুজ মাজুজ নামে অভিহিত করিয়াছেন। يا جوج ما جوج শব্দ দুইটি اج এবং اجيج হইতে উদ্ভূত اج অর্থ 'লবণাক্ত পানি', اجيج অর্থ 'আগুন' অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ আগুন ও পানি দ্বারাই অধিকংশ কাজ লইবে। এই অভিধানিক অর্থেও ইয়াজুজ মাজুজ মাত্র পাশ্চাত্য জাতিকেই বুঝায়।

এই পাশ্চাত্য জাতিই যান্ত্রিক যুগের প্রবর্তক। ইহারাই যান্ত্রিক জগতে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। এটম ও হাইড্রোজেনের ধ্বংসাত্বক দিক্‌ কাজে লাগাইয়া জগতে এক ভীতির সঞ্চার এই বিংশ শতাব্দীতে করিয়া দিয়াছে। এজাতির মোকাবেলা করিবার ক্ষমতা মুসলমানগণের নাই। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কি জাতিকে পাশ্চাত্য জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিষেধ করা সত্ত্বেও যখন যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িল, অমনই তাহারা তাহাদের অবশিষ্ট রাজ্যও হারাইয়া ফেলিল। তুর্কি জাতি মোল্লাদের জেহাদী মনোভাব নিয়া যুদ্ধ করিয়া হাতে হাতে ফল পাইল। যদি তুর্কি জাতি হযরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস সালামের শিক্ষানুযায়ী জেহাদী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে তাহারা নিরাপদে থাকিত। তুর্কি জাতি বুদ্ধির সহিত কাজ করিলে এত ক্ষতিগ্রস্ত হইত না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) অস্ত্রযুদ্ধ

মুলতবী রাখিয়াছেন। কেননা মুসলমান জাতির বর্তমান অবস্থা এরূপ নহে যে, এজাতি অস্ত্র-যুদ্ধ করিতে পারে। অস্ত্র যুদ্ধের জন্য যে, জড় উপকরণের অবশ্যক. যে মনোবল ও উন্নত চরিত্রের প্রয়োজন—শুধু মনোবল ও চরিত্র বলই নহে—বরং ইমান আমল ও ত্যাগের যে মহান আদর্শের প্রয়োজন মুসলমানগণের মধ্যে খুবই বিরল। সেই জন্য হযরত মির্যা সাহেব সব চেয়ে ছোট যুদ্ধ (জেহাদে আসগর) পরিত্যাগ করিয়া 'জেহাদে আকবর' (সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ) 'আত্মশুদ্ধি' এবং 'জেহাদে কাবীর' (বড় যুদ্ধ) 'ধর্ম প্রচারে' তাঁহার জমাআতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ইতিহাসজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে কোন জাতিই বিরাট সাধনা ও আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে শত্রুর মোকাবেলা করিতে পারে না।

যুগের প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়ায় ন্যায় আজকাল মুসলমানগণ পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে পার্থিব চাক চিক্যের লালসায় নিছক ভোগ বিলাসের জন্য ভ্রাতৃ হত্যার ন্যায় আত্ম-ঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত। তাহাদের অবসর কোথায়, তাহারা সাধনা ও আত্মত্যাগের দ্বারা উন্নত চরিত্র গঠন করিবে?

নিজদের ইসলামের কথা কেহই চিন্তা করে না। অপরকে ভাল করিবার বুলি সকলের মুখেই শুনিতে পাই। যুদ্ধ বন্ধ করার কোশিষ এখন বহু জ্ঞানীগুলির জীবন সাধনার রূপ নিয়াছে। অধুনা লুপ্ত 'লীগ অব নেশনস্' এবং বর্তমান জাতি সঙ্ঘের মাধ্যমেও ঐ প্রতিধ্বনিই বুলন্দ হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা নিজেদের খেয়ালের জগতে বাস করেন, তাঁহারা তাঁহাদের মনগড়া জেহাদের খেয়ালে মত্ত হইতে পারেন। বাস্তবে তাঁহারা জেহাদ করিতেছেন বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না, দেখিতেও পাতেছ না। বর্তমানে অযথা জেহাদের কথায় জনগণেকে বিপথগামী না করিয়া নিজেদের ত্যাগ দ্বারা তাহাদিকে ইস্‌লামের রাস্তায় ত্যাগ করিতে উৎসাহ দেওয়াই সমীচীন নয় কি? যাহাদের যুদ্ধ করিবার উপকরণ আছে, তাহারাও আজ যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেলে বাঁচিয়া যায়। অথচ যাহাদের যুদ্ধের উপকরণই নাই, তাহাদের মুখে জেহাদ যুদ্ধের বুলি বড়ই বিচিত্র!

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব লিখিতেছেন:

> "যখন মির্জা সাহেব প্রথমে মসীহ তুল্য ব্যক্তি বলিয়া দাবী করিলেন এবং ক্রমে ১৯০১ সালে যখন তিনি স্পষ্টভাবে নবী হওয়ার ঘোষণা প্রচার করিলেন, তখন ইংরেজ সরকার উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে এই ফেৎনাকে নিজেদের জন্য অত্যন্ত উপকারী মনে করিল। বিশেষ করিয়া সমগ্র ভারতের মনীষীদের চিন্তা ও দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইলে, মুসলিম জাহানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা অসম্ভব হইবে মনে করিয়া ইংরজগণ মির্জা সাহেবকে নিরাপত্তা দান করিল।"

ইংরেজগণ মির্যা সাহেবকে কখনও পারিত পক্ষে নিরাপত্তা দান করেন নাই, বরং মির্যা

সাহেব ঐশী আদেশে নিজের জন্য এমন এক পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, যাহা বৃটিশ আইনের আওতার বহির্ভূত। ইংরেজ মিশনারীগণ মুসলমানগণকে যে ফাঁদে ফেলিবার জন্য দাজ্জালী কলা কৌশল আটিয়াছিল, তাঁহাদের সেই ফেৎনার বিরুদ্ধে পাক ভারতের মনীষীবৃন্দ বিশেষ করিয়া উলামাগণ তো কিছুই করিলেন না, বরং মির্যা সাহেব যিনি দাজ্জালী ফেৎনাকে বিনষ্ট করিবার জন্য অক্লান্তভাবে কলমের জেহাদ করিতে লাগিলেন—তাঁহার বিরুদ্ধে যাইয়া ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিলেন এবং খ্রীষ্টানী ফেৎনার ইন্ধন যোগাইলেন। হযরত মির্যা সাহেবের আওয়াযকে খতম করিবার জন্য উলামাগণ যে সব অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, আজও তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত মোল্লা মৌলবীর দল—বিশেষ করিয়া জামাআতে উলামা সেই সব অস্ত্রই আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে যত্র-তত্র ব্যবহার করিতেছেন এবং মির্যা সাহেবের গঠন মূলক আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু একথা সবারই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অতীতের নবী-গণের বিরুদ্ধবাদিগণের যে হাশর হইয়াছিল —এখনও তাহাই হইবে। আল্লাহ্‌তালা অতীত নবীদিগকে যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন, আজও তিনি তাঁহার প্রেরিত নবীকে সাহায্য করিবেন। হযরত মির্যা সাহেবের নবী জীবনের প্রথম হইতে আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে ও তাঁহার জমাআতকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আজও করিতে-ছেন, এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবেন। এমন কি, পৃথিবীতে তাঁহার আওয়ায প্রাধান্য লাভ করিবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণকে পর্যুদস্ত ও পরাভূত করিবে। ইহাই আল্লাহ্‌তালার চিরন্তনও অমোঘ নিয়ম। ১৯৫৩ সালের পাঞ্জাব দাঙ্গার ফলাফলও এই কথাই প্রমাণ করে। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব পুনরায় লিখিতেছেন ঃ

> "শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদয় লওয়ার পর মুসলিম দুনিয়ায় যে কয়জন ভূয়া নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাদের যে দশা হইয়াছে, কাদিয়ানী নবীও ঠিক সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাহাকে আপন পক্ষপুটে আশ্রয় দান করিয়া এবং কাদিয়ানীদিগকে সরকারী চাকুরী দিয়া এই ভূয়া নবুয়তকে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিল। আর এই উপকারের বিনিময়ে মির্জা সাহেব ইংরেজ সরকারের নিমক হালালীর মহান দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া জিহাদকে হারাম ঘোষণা করিলেন।"

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব 'ভূয়া নবীর' কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "যে কয় জন ভূয়া নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহাদের যে দশা হইয়াছে, কাদিয়ানী নবীও ঠিক সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাক্ত হইত।" কিন্তু ইংরেজদের জন্য তাহা হয় নাই। আফসোস! কোরআন হাদিসে বর্ণিত সত্য নবীর মাপকাঠি সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণই অধ্যাপক সাহেব

এই উক্তি করিয়াছেন। খোদাতালা স্বয়ং বলিতেছেন :

لو تقول علينا بعض الا قا ويل -
لا خذ نا منه با اليمين - ثم لقطعنا منه ا لو تين
فما منكم من احد عنه معجزين - (الحا قة)

"যদি কেহ আমার প্রতি কোন মিথ্যা কথা তৈরি করিয়া বলিত, নিশ্চয় আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্বক তাহার জীবনশিরা কাটিয়া ফেলিতাম, তোমাদের মধ্যে কেহই আমাকে তাহার শাস্তিবিধান হইতে বিরত রাখিতে পারিত না।"

['সুরা আল্‌হাক্কা', ৬৯ : ৪৫—৪৭]

খোদা-তা'লা তা বলিতেছেন মিথ্যা এলহাম অহীর মিথ্যা দাবীকারককে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন। আর অধ্যাপক সাহেব বলিতেছেন, ইংরেজ সরকারের দরুণ আল্লাহ্ তা'লা তাহাকে শাস্তি দিতে পারে নাই। ইংরেজ সরকার না থাকিলে নিশ্চয়ই অন্যান্য ভুয়া নবীদের ন্যায় কাদিয়ানী নবীও ঠিক সেই দশা প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইত। ইহাতে দেখা যায়, ইংরেজদের শক্তির নিকট খোদার শক্তিও হার মানিয়াছে—নাউজু বিল্লাহে।

এহেন বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি কান্না আসে। খোদা যাহাকে শাস্তি দেন, ইংরেজ শক্তি কেন—পৃথিবীর যাবতীয় শক্তিও আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। আবার যাঁহাকে খোদা-তা'লা রক্ষা করেন, দুনিয়ার যাবতীয় শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টাও তাঁহার কোন বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে না। পৃথিবীতে এই উভয় প্রকারের নজিরই রহিয়াছে। অতীতে আদ, সামুদ, ফেরআউন প্রভৃতি শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার নবীদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। ফেরআউনের ক্রোড়ে হযরত মূসা আলাইহেস সালামকে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব কি মূসা আলাইহেস্ সালামকে ফেরআউনের প্রতিপালিত বলিয়া তাঁহার নবুওয়াতের সত্যতা অস্বীকার করিবেন? ফলতঃ, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব পৃথিবীতে এমন কোন ভুয়া নবীকে পেশ করিতে পারিবেন না, যাহাকে আল্লাহ্-তালা শাস্তি না দিয়াছেন এবং তাহার সংগঠনকে টিকাইয়া রাখিয়াছেন। উপরে লিখিত আয়াতে আল্লাহ্-তালা এই কথাই বলিয়াছেন। নবী হওয়ার দাবীকারী মিথ্যা কখনও আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আল্লাহ্ তালা মিথ্যা নবীকে ধ্বংস করেন এবং তাহার জমাআত-কেও নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলেন। আল্লাহ মিথ্যা নবী দাবী কারীদিগকে ধ্বংস করা হইতে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না।

অপর দিক দিয়া, সত্য নবীকে তিনি জয়যুক্ত করেন। কোন শক্তিই তাঁহাকে বা তাঁহার আরব্ধ কার্যকে নষ্ট করিতে পারে না।

তারপর, অধ্যাপক সাহেবের এই কথা :

"আর উপকারের বিনিময়ে মির্জা সাহেব

ইংরাজ সরকারের নিমক হালালীর মহান দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া জেহাদকে হারাম ঘোষণা করিলেন।"

ইংরেজদের উপকারের বিনিময়ে হযরত মির্যা সাহেব জেহাদ হারাম করেন নাই। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি—এখানে আমরা সংক্ষেপে এতটুকুই বলিতে চাই যে. আল্লাহ্‌র আদেশে মির্যা সাহেব 'জেহাদে আছগর' (ছোট যুদ্ধ) পরিত্যাগ করিয়াছেন। হাদিসেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আপনারা ইতি-পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌ হযরত মসিহে মওউদ আলাইহেস সালামকে অহী দ্বারা ধর্মের জন্য জেহাদ করিতে নিষেধ করিবেন। এবং তখন তিনি তাঁহার জমাআতকে নিয়া আশ্রয় স্থলে যাইবেন। এই হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসিহে মওউদ আলাইহেস সালামকে আল্লাহ্‌-তা'লা অহী দ্বারা 'জেহাদে আছগর' পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। সে অনুযায়ীই তিনি অস্ত্র জেহাদ পরিত্যাগ করিলেন। যদি তিনি মোল্লা মৌলবীদের ন্যায় 'জেহাদী আন্দোলনে' ঝাপাইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও মাহ্‌দী মসিহ নবীউল্লাহ্‌ কিছুই হইতে পারিতেন না। আমরা হাদিসের মাপ-কাঠিতে যাচাই করিয়াই তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। আচ্ছা! মির্যা সাহেব তো আল্লাহ্‌র নিষেধ অনুযায়ী 'জেহাদে আছগর' বা ছোট জেহাদ সম্পর্কে ঐশী নির্দেশ পাওয়ায় নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসের ফলে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যে জেহাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, সে জেহাদে লিপ্ত ছিলেন। যথা—'জেহাদে আসগর' ও 'জেহাদে কবির'। ইহাতে তিনি স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী খোদার নিকট দায়ী নহেন। কিন্তু যে মৌলবী সাহেবগণ 'জেহাদ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য' বলিয়া বিশ্বাস রাখিতেন এবং 'জেহাদী আন্দোলন' করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা কবে কাহার সহিত এবং কোন কাফের শক্তির সহিত জেহাদ করিয়াছিলেন—আধাপক সাহেব আমাদিগকে ইহা বলিবেন কি? এজন্য মৌলবী সাহেবগণ খোদা-তা'লার নিকট দায়ী নহেন কি? জনাব গোলাম আযম সাহেবও তাঁহার দলবল যে জেহাদে বিশ্বাসী, তাঁহারাও তো কোন দিন কাহারও সহিত জেহাদ করেন নাই—বরং কাশ্মীরে যখন পাকিস্তানী সরকার জেহাদ ঘোষণা করিলেন, তখন এই 'জেহাদী আন্দোলনকারী' মৌলানা সাহেবানই কাশ্মীরের জন্য যুদ্ধ 'জেহাদ নয়' বলিয়া ফৎওয়া জারী করিলেন। পাকিস্তান সংগ্রামেও এই দলটি মুসলিম সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল।

হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ ররহমতুল্লাহে আলাইহের প্রতি জেহাদী আন্দোলন আরোপ করা হয়। অথচ তিনি অস্ত্র যুদ্ধ একমাত্র শিখদের বিরুদ্ধেই ফরজ মনে করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ করেন। তিনি কখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধের কথা বলেন নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের কথা

জিজ্ঞসা করিলে, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের অভিপ্রায় নাই বলিয়া উত্তর দেন।

তারপর, অধ্যাপক সাহেব লিখিতেছেন ঃ

"ইংরেজের ন্যায় জালেম ইসলাম দুশমন মুসলিম বিদ্বেষী, নৈতিকতা ও চরিত্র বিধ্বংসী এবং উলংগ সভ্যতার ধ্বজাধারী বাতিল শক্তিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে এবং মুসলিম জীবনের চরম লক্ষ্য দ্বীনী জেহাদকে যে 'মহামানব' হারাম বলিয়া ফতুয়া জারী করিলেন নবী বলিয়া স্বীকার করা তো দূরের কথা, চেতনা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল মুসলিম বলিয়া মনে করাও চরম মুর্খতা।"

জনাব অধ্যাপক সাহেব! আপনি জমাঅতে আহ্‌মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা সাহেবের বইগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয়ই একথা বলিতেন না যে, মির্যা সাহেব ইংরেজ জাতিকে তাহাদিগের 'মুসলিম বিদ্বেষী, নৈতিকতা ও চরিত্র বিধ্বংসী এবং উলংগ সভ্যতার ধ্বজাধারী' হিসাবে আল্লাহ্‌র রহমত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ তিনি তাহাদিগের এই বৈশিষ্ট্যর কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাহাদিগের এই বৈশিষ্ট্যকেই তিনি দাজ্জালিয়ত নাম দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধেই তিনি 'জেহাদে কবীর' বা ধর্ম প্রচার এবং 'জেহাদে আকবর' বা আত্মশুদ্ধির অভিযান চালাইয়া ভবিষ্যতে এই জেহাদ জারী রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই আজ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী এই জেহাদ চলিতেছে। দুনিয়ার কোণে কোণে আহ্‌মদীয়া ধর্ম প্রচারকগণ ইসলামের তবলীগ ও আত্মশুদ্ধির জেহাদে নিয়োজিত আছেন। লণ্ডন, প্যারী, স্পেন, জরমানী, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক শিকাগো এবং আরো বহু নগর ও দেশে এই উলংগ সভ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন। অধ্যাপক সাহেব এবং তিনি যে জমাআতের সাধারণ সম্পাদক, সে জমাআত কি এই উলংগ সভ্যতার বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালাইতেছেন? না— তাঁহারা সেই মানবতা ধ্বংসকারী সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া সেই ধ্বংসকারীদের সহায়তা করাকে ধর্ম বলিয়া বাছিয়া নিয়াছেন!

হযরত মির্যা সাহেব 'মুসলিম জীবনের চরম লক্ষ্য' দ্বিনী জেহাদকেই জারী করিয়া গিয়াছেন। সেই দ্বিনী জেহাদ কি? আত্ম-শুদ্ধি ও তবলীগ —অস্ত্র যুদ্ধ নয়। কেননা অস্ত্র যুদ্ধ কোরআনের শিক্ষার বিরোধী। কোরআনে স্পষ্টভাবে রাহয়াছেঃ لا اكراه في الدين "দ্বীনের মধ্যে কোন কোন যবরদস্তী নাই।" হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম একদা যুদ্ধ হইতে ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন ঃ "আমরা 'জেহাদে ছগীর' হইতে 'জেহাদে আকবরের' দিকে ফিরিতেছি।" কাজেই হযরত মির্যা সাহেব জবরদস্তীর জেহাদ জারী করিতে পারেন না ও করেন নাই। খোদা-তা'আলার স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কখনও আল্লাহ্‌র এক জন নবী কোন কাজ করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি 'জেহাদে আছগর' মুলতবী রাখিয়াছেন। আল্লাহ্‌র নবীগণই সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র নির্দেশের

প্রতি ইমান আনয়ন করেন। পরে তাঁহারা অপরকেও ইমান আনিতে বলেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদিগকে অমান্য করিলেও তাঁহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বাহিরে চুলাগ্রও অগ্রসর হন না। এখন অধ্যাপক সাহেব মির্যা সাহেবকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী বলিয়া স্বীকার করেন, বা না করেন—ইহাতে অপরের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু মির্যা সাহেব যে, প্রকৃতই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। اللهم انا امنا فاكتبنا مع الشاهدين। অধ্যাপক সাহেব যে উক্তি করিয়াছেন, সে অনুযায়ীও মির্যা সাহেব সত্য নবী। ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবার কোন কিছুই নাই।

ইহাও আমরা অধ্যাপক সাহেবকে জানাইয়া দিতেছি যে, তিনি হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ ও সাল্লামের বিরুদ্ধে এমন কোন উক্তি করেন নাই, যাহা পূর্বেকার কোন মহাপুরুষের বিরুদ্ধে হয় নাই। ইহা দ্বারাও হযরত মির্যা সাহেবের নবুওয়াতের সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। তিনিও ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

> অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব বলিতেছেন ঃ "কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে ইংরেজরা একটি সম্প্রদায় হিসাবে অনুগত ও বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিত।"

আহ্‌মদীয়া জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা, 'তোমরা যে সরকারের অধীনে থাকিবে, (সেখানকার) সরকারের তোমরা বিসস্ততা ও অনুগত্য স্বীকার করিয়া বসবাস করিবে।" এই শিক্ষার ফলেই আহ্‌মদীয়া জমাআত যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানকার সরকারের অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং সরকারও আহ্‌মদীয়া জমাআতের সততা, সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিয়া এই জমাআতকে অনুগত ও বিশ্বস্ত মনে করে। শুধু ইংরেজ সরকারই নহে, সব দেশের সরকারই ইহা সুনযরে দেখিয়া থাকে।

> অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের উক্তি ঃ "ইংরেজদের এই নবীর উম্মতগণ মুসলিম দেশ গুলিতে গুপ্তচর বৃত্তি ও ইরেজের সমর্থন যোগাড় করিবার নজীর স্থাপন করিয়াছে।" ইত্যাদি।

আহ্‌মদীগণ গুপ্তচর, ইহা একবারেই ভিত্তিহীনও ষড়যন্ত্রমূলক কথা। কবে, কাহার গুপ্তচর ছিল? কোথায় ধরা পড়িয়াছে? তজ্জন্য তাহাদের অন্ততঃ এক জনও শাস্তি পাইয়াছে, অধ্যাপক সাহেব কখনও প্রমণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু অধ্যাপক সাহেবের গুরু মৌলানা মওদুদী সাহেব পাদ্রীদের এজেন্ট এবং খৃষ্টান মিশনারীদের গুপ্তচর বলিয়া মুনীর তদন্ত আদালতে ধরা পড়িয়াছেন। এই জন্যই নিজেদের 'গুপ্তচর বৃত্তি' ঢাকিবার জন্য অপরের ঘাড়ে চাপাইবার একটি অন্যায় কৌশল মাত্র। নচেৎ কোন মুসলিম রাজ্যে গুপ্তচর বলিয়া আহ্‌মদীয়া জমাতকে কেহ কোন দিন বলে নাই। আফগানিস্তানে আহ্‌মদীগণের ধর্ম বিশ্বাস—ধর্মের জন্য এখন 'অস্ত্রযুদ্ধ হারাম' এই আকিদা অস্বীকার বা পরিত্যাগ না করার দরুণ আহ্‌মদী প্রচারকদিগকে প্রস্তারাঘাতে শহীদ করা হইয়াছে—গুপ্তচর প্রবৃত্তির দায়ে ধরা পড়িয়া নহে। কারণ, গুপ্তচর কখনও সাহসিকতার

সহিত স্বীয় আকিদা প্রচার করিতে পারে না, যেরূপ সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেব রাযি আল্লাহু আনহু নির্ভিক চিত্তে করিয়াছিলেন। তিনি ও অন্যান্য আহ্‌মদী প্রচারকগণ যে নির্ভিকতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, উহার নজীর একমাত্র قرون اولیٰ 'প্রথম দলের' মুসলিমদের মধ্যেই দেখা যায়।

যে আহ্‌মদীয়া জমাআতকে মৌলানা মওদুদী সাহেবের জমাআত গুপ্তচর বৃত্তির অপবাদ দিতেছে, সেই জমাআত মুসলিম রাষ্ট্র গুলির যে উপকার করিয়া আসিয়াছে, আজও আরব জাহান ঐ জমাআতের প্রতি কৃতজ্ঞ। জাতি সঙ্ঘে ফেলিস্তিন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, ফেলিস্তিন মুসলিম অধ্যুসিত এলাকাটি ম্যাপে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে এবং ইহুদীদের এলাকা ছোট করিয়া দেখান হইয়াছে। এমন কি, ইহুদীদের কোন কোন এলাকা ম্যাপে দেখান হয় বলিয়াও অভিযোগ ছিল। জাতি সঙ্ঘে পাকিস্তানী প্রতিনিধি চৌধুরী যাফরুল্লা খাঁ সাহেব—যিনি একজন আহ্‌মদী—ইসলামের দরদে বহু পরিশ্রম করিয়া ইহুদী ও ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ধরাইয়া দেন। এবিষয়ে আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আশ্চর্যান্বিত হন এবং ষড়যন্ত্রকারিগণ হতভম্ব হইয়া পড়ে। ইহা কি ইংরেজ প্রীতি ও গুপ্তচর বৃত্তি?

ইহা ব্যতীত যেখানে কোন রাষ্ট্র আযাদী লাভ করিয়াছে সেখানেই আহ্‌মদীয়া জমাআতের সমর্থন ও বিরাট দান রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা, নাইজিরিয়া সিরালিউন, পূর্ব আফ্রিকার টাঙ্গানিকা, ইউগণ্ডা, পূর্ব এশিয়া, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। এসব কি মুসলিম প্রীতি—না, ইংরেজ প্রীতি? আজ যে কাশ্মীর প্রশ্ন পাকিস্তানবাসীর নিকট এক পবিত্র দায়িত্ব হইয়া দেখা দিয়াছে আহ্‌মদীয়া জামাআতের বর্তমান নেতার দ্বারা ইংরাজ রাজত্বের সময় উহার ভিত্তি রাখা হইয়াছিল ও প্রচেষ্টা চালান হইয়া আসিতেছে। ইহা কি মুসলিম দরদের লক্ষণ—না, শত্রুতার নিদর্শন?

আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদীগণের প্রতি এক নযর:

যখন হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আলাইহেস সালাম [১৮৩৫—১৯০৮] প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহ্ বলিয়া দাবী করিলেন, তখন তাঁহার দাবীকে মিটাইয়া দিবার জন্য মোখালেফাতের এক ঝড় উঠে। তাঁহার দাবীর পূর্বে তিনি সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট প্রশংসা ভাজন ছিলেন। যখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্বের ও আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত যাবতীয় বিধানের আনুগত্য ত্যাগের আহ্বান জানাইলেন, তখনই প্রচলিত সমাজের কায়েমী স্বার্থের নেতৃবৃন্দ মার মুখী হইয়া উঠিল এবং সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার আওয়াযকে খতম করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোখালেফাতের বড় বড় ঝড় উঠিল এবং সব আল্লাহ্‌র মহিমায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী দূতের সাক্ষাৎকালে হযরত মসিহে মাওউদ আইহেস্ সালাম খোদা-তা'লার এল্‌হাম ও তফহীমের ফলে তুরস্কের ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করায় তুর্কী দূত ভীষণ অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইলেন এবং ইহাতে সমগ্র পাক-ভারতের লোক হযরত মসিহে মাওউদ আলাই-

হেস্ সালামের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তুর্কী জাতির ভবিষ্যৎ তিনি ভাল দেখিতেছেন না। তুর্কী জাতির তখনকার ভবিষ্যৎ আজ আমাদিগের নিকট বর্তমান।

এই বৎসরই ১লা আগষ্ট তারিখে ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক নামক এক জন পাদ্রী অমৃতসরে হযরত মসিহে মাওউদ আলইহেস্ সালামের বিরুদ্ধে এক খুনের মিথ্যা মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করে। উক্ত মোকদ্দমায় কায়েমী স্বার্থের সম্মিলিত দল তাঁহার বিরুদ্ধে তদবীর করে। কিন্তু তাহাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৮৯৮ সনে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এক শান্তি রক্ষার মোকদ্দমা দায়ের করে। কিন্তু তাহারা এই মোকদ্দমায়ও অকৃতকার্য হয়।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী আত্মীয় স্বজন তাঁহার অনুচরবর্গকে কষ্ট ও যাতনা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাটীর মসজিদের দ্বার প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দেয়। পরে মোকদ্দমা দায়ের করিলে উক্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

'বাকা মন আর ফাঁকা আওয়াযে' আল্লাহ্‌র পথ মিলে না। 'সিরাতুল্ মুস্তাকীমে' পৌঁছিতে হইলে সরল সোজা মন নিয়া আল্লাহ্‌র উপর ভরসা তাঁহার শিক্ষার উপর আমল ও তাঁহার প্রেরিত নবী রসুলদের পায়রবী করিয়াই অগ্রসর হইতে হয়।

১৯০৩ সনেও চারিদিক হইতে নানা প্রকার মোকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছিল এবং এই বৎসরই কাবুলের বিখ্যাত আলেম সাহেবযাদা সৈয়দ আবদুল লতীফ সাহেবকে কেবল মাত্র ধর্ম মতভেদের দোষেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শহীদ করা হয়।

১৯০৪ সনে শিয়ালকোট গমন করিলে বিরাট জনসভা হয়। সেখানেও আলেমগণ তাঁহাদের জাবতীয় শক্তি দ্বারা তাঁহার আওয়াযকে খতম করিবার চেষ্টা করে।

১৯৩৩—৩৪ সালে আহরার ফেৎনার উদ্ভব হয়। এই দলটি পাঞ্জাবে ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কাদিয়ান ও আশে পাশের গ্রামে বিরাট ফেৎনার সৃষ্টি করে।

১৯৫৩ সালে পাঞ্জাব হাঙ্গামা সংঘঠিত হয়। মোল্লা মৌলবীগণ যে দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করে, উহার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম পাওয়া যায়। আহ্‌যাব যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহে ওসালাম ও তাঁহার সহচরগণের যে অবস্থা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী সম্মিলিত শক্তির যে পরিণতি হইয়াছিল, পাঞ্জাবের দাঙ্গা হাঙ্গামায়ও আহ্‌রার দল, জমাআতে ইসলামী এবং নেজামে ইসলামী প্রভৃতি আহ্‌মদীয়া বিরুদ্ধবাদিগণেরও তদ্রূপ অবস্থাই হইয়াছিল। এই আহ্‌যাবকে আল্লাহ-তা'লা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত পর্যদুস্ত করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও সর্ব শক্তিমান আল্লাহতালা তাঁহার প্রেরিত এই মহাপুরুষের জমাআতকে জয়যুক্ত করিবেন।

الا ان حزب الله هم الغالبون

"জানিয়া রাখ, আল্লাহর জমাআতই বিজয়ই লাভ করে।" হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে এবং আমাদের স্বজাতির মধ্যে মিমাংসা করিয়া দাও। তুমিই উত্তম মিমাংসাকারী।"

اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وانت خير الفاتحين

আমরা দরদ দিলে অনুরোধ করিতেছি, হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ আলাইহেস্ সালাম বিরোধিতা না করিয়া অতীত নবীগণের ইতিহাস ও জাতিদের উত্থান পতন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। নবীর বিরোধিতা করিয়া ব্যক্তি ও জাতি ধ্বংস হয়; সহযোগিতায় উত্থান হয় ও আল্লাহ্‌র দিদার লাভ হয়।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে। 'মে' হইতে 'আহ্‌মদীর' নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ পরিষ্কার হস্তাক্ষর বা টাইপ করিয়া পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবে না। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Printed by Shafique Uddin Khan from Shahjahan Printing Works & Published by Md. Fazlul Karim Mollah from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca, for the Proprietors 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya.'
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar